দৈনিক সংবাদ

তারিখ 2 1 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

মাধ্যমিক ভূগোল বইয়ের বিভ্রান্তি

নবম ও দশম শ্রেণীর "মাধ্যমিক ভূগোল বই" -এর ১৬৫ পৃষ্ঠায় ৯ নং লাইনে লেখা রহিয়াছে "বাংলাদেশে ধৃত মাছের শতকরা ৭৩ ভাগ মিঠা পানির মাছ" আবার তার কয়েক লাইন নিচে লেখা রহিয়াছে – ১৯৮৭-৮৮ সালে ৬১০০৮ মেট্রিক টন মিঠা পানির মাছ এবং ২২৭০০০ ম্যাট্রিক টন সামুদ্রিক মাছ ধরা হয়।" এখন প্রশ্ন হচ্ছে যেখানে শতকরা ৭৩ ভাগ মিঠা পানির মাছ পাওয়া যায় সেখানে ১৯৮৭-৮৮ সালে কিভাবে দেখানো হইল ৬১০০০ মেট্রিক টন মিঠা পানির এবং ২২৭০০০ মেট্রিক টন সামুদ্রিক মাছ?

উক্ত ভূগোল বইয়ের পৃষ্ঠা নং-২২১ এ আফগানিস্তানের ভৌগোলিক বিবরণে ১ম লাইনে লেখা রহিয়াছে "আফগানিস্থান, রাশিয়া, চীন, পাকিস্তান এবং ইরাক দ্বারা পরিবেষ্টিত"। এখন প্রশ্ন হইল আফগানিস্তান কি রাশিয়া, চীন, পাকিস্তান এবং ইরান দ্বারা পরিবেষ্টিত নহে?

উক্ত বইয়ের পৃষ্ঠা ১৯৯তে শ্রীলংকার ভৌগোলিক বিবরণে (৬ নং লাইনে) লেখা রহিয়াছে "অধিবাসীদের শতকরা ১০০জনই শিক্ষিত"। অথচ অভিযাত্রা নৈর্ব্যক্তিক কৃতিত্ব অভিস্কার" ৩৯৩ (ভূগোল) অংশ প্রশ্নে প্রশ্ন করা হইয়াছে শ্রীলংকার অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষিতের হার কত?

(ক) ৫১ জন (খ) ৬১ জন (গ) ৭১ জন (ঘ) ৮১ জন।

উত্তর দেয়া আছে– (ঘ) ৮১ জন।

এখন প্রশ্ন হইল মূল বই পড়িয়া ছাত্রটি কি উত্তর দেবে?

উক্ত ভূগোল বইয়ের পৃষ্ঠা ১৬১-এর ২য় প্যারার ১ম লাইনে লেখা রহিয়াছে "গ্রীষ্মকালের শেষার্ধে বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টি হয় সেজন্য বর্ষা কালকে একটি স্বতন্ত্র ঋতু হিসেবে ধরা যায়, অথচ "অভিযাত্রা নৈর্ব্যক্তিক কৃতিত্ব অভিজ্ঞার" নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের" ২৭৪ নং প্রশ্নে (ভূগোল অংশ) প্রশ্ন করা হইয়াছে "বাংলাদেশে কোন ঋতুকে স্বতন্ত্র ঋতু হিসেবে ধরা হয় না"?

(ক) গ্রীষ্ম (খ) বর্ষা (গ) শীত (ঘ) বসন্ত।

উত্তর দেয়া আছে (ঘ) বসন্ত। মূল ভূগোল বইয়ের লেখা, প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যে কোন মিল নাই।

উল্লিখিত বিষয়গুলো সংশোধন করিয়া ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিভ্রান্তি দূর করার জন্য কর্তৃপকের হস্তক্ষেপ কামনা করিতেছি।

মোঃ আবদুল হামিদ মিয়া
থানা পশু সম্পদ সহকারী,
ফুলছড়ি,গাইবান্ধা।